ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 175 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩৩১ ● কলকাতা ● ২৩ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● বুধবার ● ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ওড়িশায় বাঙালি গ্রামে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন, অর্থাৎ SIR ঘিরে রাজনীতির পারদ তুঙ্গে। বাংলা ভাষায় কথা বলার দরুণ বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠছে। আর সেই আবহেই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল পশ্চিমবঙ্গের পড়শি রাজ্য ওড়িশায়। সেখানে আদিবাসী বনাম বাঙালিদের মধ্যে সংঘাত চরম আকার ধারণ করল।সাতের দশকে এবং তার আগে বাংলাদেশ থেকে চলে আসা প্রায় ২ লক্ষ বাঙালি পরিবারের বসবাস মালকানগিরি জেলায়। ২১৪টি গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন তাঁরা। ভারতের নাগরিকত্বও পেয়েছেন সকলে। ১৯৫৬ সালেও বাঙালি হিন্দু শরণার্থীদের সেখানে আশ্রয় দেওয়া হয়। যে MV-26 এলাকায় হামলা হয়েছে, সেখান থেকে বাড়িঘর ছেড়ে প্রায় ১০০০ মানুষ পালিয়ে গিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। ওই এলাকায় বাঙালিদের পুনর্বাসন দেওয়া নিয়ে বরাবরই আপত্তি আদিবাসীদের। দুই তরফে সংঘাতের ইতিহাসও দীর্ঘ।

বিজু জনতা দলের বিধায়ক রণেন্দ্র প্রতাপ সোয়েইন বলেন, "মালকানগিরি ওড়িশার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১ (জীবনের অধিকার), অনুচ্ছেদ ২৫ (ধর্মীয় স্বাধীনতা) এই মুহূর্তে বিপদের মুখে। হিংসা, অগ্নিসংযোগ, লুঠ, খুন বাড়ছে ওড়িশায়। পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট চাওয়া উচিত স্পিকারের।" যদিও বিজেপি বিধায়ক টঙ্কাধর ত্রিপাঠির দাবি, পূর্বতন BJD সরকারের

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 138

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

সদ্গুরু হল ভাল সামুহিকতা পাওয়ার এক মাধ্যম। যদি আমরা আমাদের চিত্ত সশক্ত করতে চাই, তাহলে আমাদের চিত্তকে শাশ্বত বস্তুর উপর কেন্দ্রীত করতে হবে। কারণ যদি আমরা আমাদের চিত্ত পার্থিব বস্তুর উপর রাখি, তাহলে পার্থিব বস্তু সর্বদা বিনাশশীল হওয়ায় তার উপর রাখা চিত্তও নষ্ট হবে। সেইজন্য দরকার হল যে আমরা আমাদের চিত্ত অবিনাশী বস্তুর উপর কেন্দ্রিত করি।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE • 24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

জঙ্গলঘেরা ভোরের নিস্তব্ধতা ভাঙতেই তাণ্ডবের শব্দ— দাঁতালের করাল থাবায় সাঁকরাইলে প্রাণ গেল প্রবীণার, আতঙ্কে কুলটিকরী

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল। লালমাটির নিঃশব্দ প্রভাত, দূরে সাঁঝবনের গন্ধ, কুয়াশা ভেজা গ্রামপথ— এমন শান্ত ভোর হঠাৎই ছিঁড়ে গেল প্রচণ্ড শুঁড়ের ঝাপটায়। বালিগেড়িয়া লোধা পাড়ার মানুষের ঘুম ভাঙল আতঙ্কের চিৎকারে। ঠিক তখনই ঢুকে পড়ল দু'টি দাঁতাল। চোখের সামনে মৃত্যুর অবধারিত ছায়া— আর সেই ছায়ার নিচেই হারিয়ে গেল এক মানুষের জীবন। বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়েছিলেন জয়া আড়ি (বয়স আনুমানিক ৭০)। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দাঁতালের প্রচণ্ড ধাক্কায় মাটিতে পড়ে যান তিনি। পরক্ষণেই পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু। পালানোর সময় পর্যন্ত পাননি, সময়ও যেন থেমে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে।কিছুক্ষণ পর ওই দুই হাতি এগিয়ে যায় কুলটিকরী বাজারের দিকে। ভোরে হাঁটতে বেরোনো আরও এক গ্রামবাসী অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান। বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, কেশিয়াড়ি ব্লকের কুলবনি এলাকার মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গত কয়েক দিন ধরেই লোকালয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাতিদুটি। আপাতত তারা রয়েছে দুর্গাহুড়ি জঙ্গলে।

মৃতদেহ উদ্ধার করে সাঁকরাইল থানার পুলিশ প্রথমে ভাঙ্গড় গ্রামীণ হাসপাতালে ও পরে ঝাড়গ্রাম মর্গে পাঠায়। চোখের সামনে ঘটে যাওয়া এই মৃত্যুর অভিঘাতে জয়া আড়ির পরিবার সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছেন। তাঁদের দাবি— অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ এবং পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দিতে হবে। গ্রামজুড়ে এখন টর্চ হাতে টহল, বাঁশজঙ্গলে কান পাতলে পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে উদ্বেগের নিঃশ্বাস।

দাঁতালের দাপটে ফের সামনে এল জঙ্গলসীমান্তের মানুষের অরক্ষিত জীবনযাপনের কঠিন বাস্তব—জঙ্গল যত কাছে, তত অনিশ্চয়তা; দাঁতালের পদধ্বনি যেন জীবনসংকটের নতুন ঘোষণা।

উত্তরবঙ্গে ঐক্যের বার্তা দিতে উদয়ন ঘোষকে কড়া বার্তা দিলে মুখ্যমন্ত্রী

বেবি চক্রবর্তী

এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারে। তাঁর কোচ বিহার সফরের আগেই উত্তরবঙ্গের দুই নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও উদয়ন ঘোষের মধ্যে শুরু হয়েছে দ্বন্দ্ব। সেই নিয়েই এবার হস্তক্ষেপ করলেন মমতা। কোচবিহার সফরে এসে দলের অন্দরে কার্যত ঐক্যের বার্তাই দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে উঠেছে। এই আবহের মধ্যেই কোচবিহার সফরে এসেছেন দলনেত্রী। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি), মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে এখন। সেই রবীন্দ্রনাথ ঘোষকেই জেলা পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ানোর পরামর্শ অভিজিৎ দে ভৌমিককে দিলেন সুপ্রিমো। দলের একটি বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, সোমবার কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভা শেষ হওয়ার পর সভামঞ্চের বাইরে পর্যায়ক্রমে বংশীবদন বর্মন, রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে ডেকে নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে প্রায় আট মিনিট ধরে

কথা বলেন তিনি।

এরপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গেও কথা বলেন। সেখান থেকে মদনমোহন মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হন মুখ্যমন্ত্রী। মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক দলের সুপ্রিমোকে জেলা তৃণমূল পার্টি অফিসে চা খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী অভিজিৎবাবুকে পরামর্শ দেন, রবিবাবুকে জেলা কার্যালয়ে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ানোর। মুখ্যমন্ত্রীর এই ইঙ্গিতে রবি বনাম অভিজিৎ সহ অন্যান্য নেতৃত্বের মধ্যে দূরত্ব ঘুচবে কি না তা অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী জেলা থেকে চলে যাওয়ার পরই বোঝা যাবে। এদিকে, মন্ত্রী উদয়ন গুহও এদিন মদনমোহন মন্দির থেকে বেরিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, তৃণমূলের এখন বড় ঘর। সেই ঘরে সকলকে নিয়েই থাকার বার্তা দিয়েছেন নেত্রী। বর্ষীয়ান তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, মদনমোহন মন্দির থেকে বের হওয়ার সময় অভিজিৎ দে ভৌমিক মুখ্যমন্ত্রীকে পার্টি অফিসে চা খেতে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। সেই সময় তিনি জেলা সভাপতিকে বলেছেন রবিকে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়াও। এদিন সভা শেষে নেত্রীর সঙ্গে প্রায় আট মিনিট কথা হয়েছে আমার। বেশকিছু উপদেশ দলনেত্রী আমায় দিয়েছেন।

মানিকচক থেকে পায়ে হেঁটে মাথায় ইট নিয়ে বাবরি মসজিদে যুবক জিমিদার

পার্থ ঝা,রোজদিন,মানিকচক

বাবরি মসজিদের জন্য মাথায় করে ইট নিয়ে পায়ে হেঁটে মালদা থেকে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার বাবরি মসজিদএর উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী জিমিদার মোমিন ও শেখ বাদশা নামে ২ যুবক।

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় নির্মীয়মান ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদে নিজের ভক্তি, ভালোবাসা ও মানবিকতার বার্তা পৌঁছে দিতে এক অনন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন মালদার মানিকচকের দুই যুবক।

মাথায় করে চারটি ইট নিয়ে তাঁরা মালদা থেকে প্রায় ১৬৫ কিলোমিটার দূরের বেলডাঙার উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করেছেন। সোমবার সকালেই তাঁরা যাত্রা শুরু করেছেন।

একজনের কাঁধে জাতীয় পতাকা এবং একজনের মাথায় কাপড় দিয়ে সযত্নে মোড়া চারটি ইট—যেন শুধু একটি মসজিদের নির্মাণসামগ্রী নয়, বরং তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, মানবিকতা ও সম্প্রীতির প্রতীক। পথ দীর্ঘ, কষ্টসাধ্য এবং অনিশ্চয়তায় ভরা—তবুও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছেন তাঁরা। কুয়াশা, ঠান্ডা, ক্লান্তি—কোনো কিছুই তাদের মনোবল নষ্ট করতে পারেনি।

(১ম পাতার পর)

ওড়িশায় বাঙালি গ্রামে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ

তুলনায়, তাঁদের সরকার পরিস্থিতি সঠিক ভাবেই সামলেছে।প্রথমে এক মহিলা নিখোঁজ হয়ে যান সেখানে। পরে তাঁর মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার হয়। সেই নিয়ে অশান্তি ছড়াতে ছড়াতে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। বাঙালি অধ্যুষিত একটি গোটা গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল আদিবাসীদের বিরুদ্ধে।

ওড়িশার মালকানগিরি জেলায় এই ঘটনা ঘটেছে। এই মুহূর্তে সেখানকার পরিস্থিতি থমথমে। ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। নামানো হয়েছে বিরাট বাহিনী। শুধু ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়াই নয়, অনেক গাড়িতেও ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ সামনে এসেছে। সোমবার সন্ধে ৬টা থেকে ২৪ ঘণ্টার জন্য কার্ফু জারি করা গয়েছে সেখানকার দু'টি গ্রামে। পাঁচজনের বেশি মানুষের জমায়েত একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাস্তায় টহল দিচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী। কিন্তু এমন পরিস্থিতি তৈরি হল কেন? স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, রাখালগুড়া গ্রামে আদিবাসী সম্প্রদায়ের এক মহিলা সম্প্রতি নিখোঁজ হয়ে যান। গত ৪ ডিসেম্বর, নদীর ধার থেকে ৫১ বছর বয়সি ওই মহিলার মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার হয়। জমি নিয়ে বিবাদ থেকেই ওই মহিলাকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় শুভরঞ্জন মণ্ডল নামের একজনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ।

কিন্তু তার পরও বাংলাভাষীদের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে MV-26 এলাকায় বসবাসকারী বাংলাভাষীদের উপর হামলা চালানো হয় রবিবার। তির, ধনুক, কুড়ুল, বর্শা নিয়ে বাংলাভাষীদের গ্রামে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। আদিবাসী সম্প্রদায়ের ৫ হাজার লোকজন মিলে তাণ্ডব চালায় বলে দাবি। কমপক্ষে ১৫০ বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে যদিও নীরব স্থানীয় প্রশাসন। পুলিশের উপস্থিতিতেই গোটা গ্রামে তাণ্ডব চালানো হয় বলে অভিযোগ। ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছেন বহু মানুষ।মালকানগিরির পুলিশ সুপার বিনোদ পাটিল পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান। DGP ওয়াই বি খুরানা এবং অন্য আধিকারিকরাও ছুটে যান ঘটাস্থলে। অশান্তির জন্য বাংলাভাষীদের দিকে আঙুল তুলেছেন আদিবাসী নেতা বন্ধু মুডুলি। বাংলাভাষীদের জন্য এলাকায় অপরাধ বাড়ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি। তাঁর দাবি, বৈধ নথিপত্র ছাড়াই বহু বাঙালি ওই গ্রামে বসবাস করছেন। সরকারের দেওয়া 'গ্রিন কার্ড' ছাড়া তাঁদের গ্রামে কারও থাকা যাবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

যদিও হামলার শিকার বাংলাভাষীদের দাবি, পরিকল্পিত ভাবেই হামলা চালানো হয়েছে তাঁদের উপর। উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করেছেন তাঁরা। জেলাশাসকের দফতরের বাইরে বিক্ষোভ দেখান অনেকে। মালকানগিরি বাঙালি সমাজের তরফে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয় জেলাশাসক সোমেশকুমার উপাধ্যায়ের কাছে। বাড়িঘর, সম্পত্তি নষ্ট নিয়ে অভিযোগ জানান। উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করেন।

মালকানগিরি বাঙালি সমাজের সভাপতি গৌরাঙ্গ কর্মকার জানান, অশান্তি বাঁধানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে বার বার স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন তাঁরা। তার পরও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাঁর বক্তব্য, 'কামওয়াড়া পঞ্চায়েতে এর আগে একই ঘটনা ঘটে। কিন্তু আমরা শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করছিলাম। এবার হিংসা সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে।' তাণ্ডবকারীদের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করতে হবে বলে দাবি জানিয়েছে মালকানগিরি বাঙালি সমাজ। পাশাপাশি, ক্ষতিপূরণের দাবিও জানানো হয়েছে।জেলাশাসক জানিয়েছেন, শান্তি বজায় রাখতে, গুজব আটকাতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে আপাতত। পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। কমিউনিটি কিচেন খলা হয়েছে, অস্থায়ী শিবির গড়া হয়েছে, যাতে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো যায়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হিসেব করে দেখা হচ্ছে। যে মহিলার দেহ উদ্ধার হয়, তাঁর মুণ্ডটি এখনও মেলেনি। সেটিরও খোঁজ চলছে। নদী বরাবর এলাকায় বসানো হয়েছে ক্যামেরা।

মোদির সফরের আগে রাজ্যজুড়ে কর্মসূচিতে হাতে গোনা লোক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬-এর মহারণের মুখে রাজ্যজুড়ে সংগঠন চাঙা করতে বিজেপি যে পথসভা কর্মসূচি শুরু করেছে, তাতে তেমন সাড়া মিলছে না। পথসভায় সাধারণ মানুষের উপস্থিতিই সেভাবে নেই। স্থানীয় হাতেগোনা কিছু কর্মী থাকছেন অবশ্য। শ্রোতার ভিড় না থাকায় অনেক জায়গাতেই দ্রুত শেষ করে দিতে হয়েছে সভা।তৃণমূলের কটাক্ষ, বিজেপির কথা কেউ শুনতে চাইছে না। বিজেপি নেতাদের গ্রহণযোগ্যতাও নেই এলাকায়। এদিকে, গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর, নীচুতলায় এই কর্মসূচিতে শুরুতেই ধাক্কা খাওয়ায় রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব বিষয়টিকে ভালভাবে নিচ্ছে না। তাই দলের শীর্ষস্তর থেকে জেলা সভাপতি, জেলা পর্যবেক্ষক, বুথ সভাপতিদের নির্দেশ পাঠিয়ে বলা হয়েছে, সভার তারিখ এবং সময় জেলা সভাপতিকে জানাতে হবে। কোনও পথসভা জেলা নেতৃত্বকে না জানিয়ে করা যাবে না। এমনভাবে সভা করতে হবে যাতে আশপাশের কর্মীরা আসতে পারেন।ফাঁকা পথসভার ছবি ভাবাচ্ছে রাজ্য নেতৃত্বকে। নীচুতলায় দলীয়

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

বাংলায় হিংসার ইতিহাস রয়েছে

এসআইআরের কাজের মাঝেই বিএলও-দের নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি উঠল সুপ্রিম কোর্টে। এনিয়ে মামলাকারীর আইনজীবীর দীর্ঘ সওয়াল-জবাবের পর নির্বাচন কমিশনকেই নিজেদের দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ নির্বাচন কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-সহ বিষয়টি নিয়ে সবপক্ষকে নোটিস পাঠিয়েছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী সওয়াল করেন, বিএলও-দের রাজনৈতিক দলগুলি চাপ দিচ্ছে। বিএলওদের ঘেরাও করা হচ্ছে। এমনকী কলকাতায় সিইও অফিস ঘেরাও করেছিল বিএলও-দের একাংশ। তাঁর সওয়াল শুনে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, "আমরা প্রত্যেক বিএলও-র সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত। তাঁরা এখন আপনাদের কর্মী। তাঁদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের। আপনারা কী করছেন? তাছাড়া আমাদের কাছে তো আইনজীবী গোপাল সুব্রহ্মণ্যম বলেছিলেন যে বিএলও-দের উপর এত চাপ, সেই কারণে তাঁরা কমিশনের দপ্তর ঘেরাও করেছেন।" কমিশনের আইনজীবী পালটা বলেন, "আমরা রাজ্য পুলিশকে আমাদের অধীনে নিয়ে নিতে পারি অথবা কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে পারি।" তাতে বিচারপতি বাগচি সাফ জানান, "সেটা নির্বাচনের সময় সম্ভব।" এরপরই নির্বাচন কমিশন, রাজ্য সরকার-সহ সবপক্ষকে নোটিস জারি করে সুপ্রিম কোর্ট।বিএলও-দের সুরক্ষায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে কী মতামত, সকলের কাছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল।

মঙ্গলবার সনাতনী সংসদের তরফে আইনজীবী ভিভি গিরি সুপ্রিম কোর্টে বিএলও-দের সুরক্ষা নিয়ে সওয়াল করতে গিয়ে ২০২৩-২০২৪ সালের হিংসার কথা উল্লেখ করে। তাঁর বক্তব্য, বাংলায় হিংসার ইতিহাস রয়েছে। বিএলও-দের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলিকে হুমকি দিচ্ছে। বিএলওদের রক্ষা করতে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হোক অথবা কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে তাঁদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হোক। তাতে বিচারপতিরা প্রশ্ন করেন, "আপনি কি বলতে চাইছেন যে বাংলায় অবস্থা এতটাই খারাপ যে তার জন্য আমাদের আলাদা করে নির্দেশ দিতে হবে? নাকি সব রাজ্যের জন্যই এটা করতে হবে? সেটা হলে সব রাজ্যের পুলিশকে কমিশনের আওতায় দিয়ে দিতে হয়! কিন্তু সেটার জন্য আগে আপনাদের নিজেদের দাবি প্রমাণ করতে হবে। তারপর আমরা কমিশনের মতামত জানতে চাইতে পারি।"

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(একত্রিশতম পর্ব)

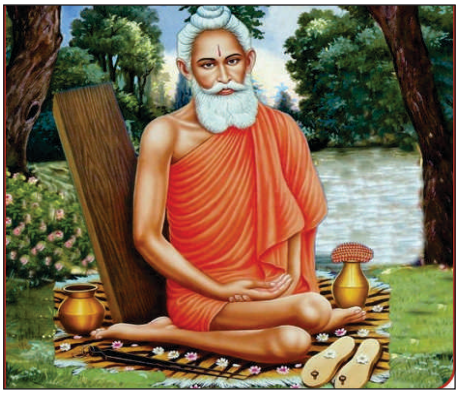

করতে থাকবে এবং এইভাবেই তারা দৈত্য, দানব, ভূত-প্রেত, দেবদূত, ফেরেশতা, ঈশ্বরসহ আরও অনেক অতিপ্রাকৃতিক সত্তার জন্ম দিতে থাকবে। এই ধরণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দাবি আস্তিকদের কাছে অকাট্য ও অখণ্ডনীয় বলে মনে হলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এগুলো অগ্রহণযোগ্য । যেমন, ঈশ্বরকে অনেকে বর্ণনা করেন এভাবে,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

মোদির সফরের আগে রাজ্যজুড়ে কর্মসূচিতে হাতে গোনা লোক

সংগঠনের এই ছবি নিয়ে চিন্তায় গেরুয়া শিবির। রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফর শুরুর আগেই পথসভার মাধ্যমে কার্যত নির্বাচনী প্রচারে নেমেছে বঙ্গ বিজেপি। দলের সাংগঠনিক শক্তিকেন্দ্র ভিত্তিক একটি করে পথসভা। ৫-৬টি বুথ নিয়ে একটি করে শক্তিকেন্দ্র তৈরি হয়েছে। মোট ১৩ হাজার শক্তিকেন্দ্রে পথসভার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে মোট ১৩ হাজার পথসভা হবে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্দেশ দিয়েছিল, এলাকার সব নেতাকে উপস্থিত থাকতে হবে পথসভায়। কিন্তু পথসভায় লোক কোথায়? ৫-৬টি বুথ নিয়ে একটি পথসভা, অথচ সেখানে সর্বস্তরের কর্মী-সমর্থকদের দেখা যাচ্ছে না। পুরুলিয়া, হুগলি এবং জলপাইগুড়ির কয়েকটি জায়গায় একটু লোক হয়েছে। কিন্তু বাকি জায়গায় এই কর্মসূচিতে তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আছেন বজ্রবারাহীও। যদিও অক্ষোভ্যকুলের দেবতাদের শক্তি হিসেবে বজ্রবারাহীকে কল্পনা করা হয় আমরা দেখেছি। "অষ্টভুজ মূর্তিতে মারিচী দেবীর তিনটি মুখ এবং আটটি হাত।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কলকাতার বিস্মৃত আলোকদূত: ১৭৬ বছরের 'বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড'

বেবি চক্রবর্তী

Image Tweeted by @DhanrajNathwani

১৮৬৩ সাল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা ছিল তখন স্বপ্ন ও বাস্তবতার মিলনস্থল। সে সময় শহরে আসেন আলোক ভ্রমণকারী স্যামুয়েল বোর্ণ আর তাঁর সাথে যোগ দেন নিভৃতচারী ডার্করুম শিল্পী চার্লস শেফার্ড। দুজন মিলে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন এক জাদুঘর, এক স্টুডিও যেখানে আলো হয় ভাষা আর ছায়া রচে মহাকাব্য। বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ফটোগ্রাফি স্টুডিও, ভারতীয় ফটোগ্রাফির ইতিহাসে প্রথম অধ্যায় গুলোর জন্মস্থান। আজ তা নিছক ইতিহাস। কিন্তু সেই ইতিহাসের প্রতিটি ধুলো আজও যেন মেলে ধরে রাজকীয় কাহিনী -

সে যুগে ক্যামেরা ধরা ছিল শিল্প, বিজ্ঞান ও ধৈর্যের ত্রিমিশ্রণ। ব্রিটিশ ভাইসরয়দের প্রতিকৃতি, দেশীয় রাজা-মহারাজাদের রাজকীয় আলোকচিত্র, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে স্বামী বিবেকানন্দ - বাঙালি রেনেসাঁর মহাপুরুষদের অমূল্য প্রতিচ্ছবি। এছাড়াও হিমালয়, বেনারস, দিল্লি, রাজস্থানের প্রথম উচ্চমানের ভ্রমণ ফটোগ্রাফ। তাঁদের ক্যামেরার আলোয় ভারতবর্ষ প্রথম জানলো নিজেদের রূপ, নিজের ভূগোল, নিজের মানুষ। তাই তখন সাধারণ মানুষ বলতেন "কলকাতার রূপ যদি ছবি হয়ে ওঠে, তবে সেটা বোর্ণ অ্যান্ড শেফার্ড এর হাতেই"। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁর ফেলুদা সিরিজের 'গোরস্থানে সাবধান' গল্পে বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম ফটো স্টুডিও হিসাবে এটিকে উল্লেখ করেছেন। এখানে সমস্ত ব্রিটিশ গভর্নর, ভাইসরয়, রাজা-মহারাজা সবার ছবি তোলা হত এবং কলকাতার এই ফটো স্টুডিও সেই সময় হয়ে উঠেছিল কার্যত ভারতে ব্রিটিশ সরকারের দাপ্তরিক ফটোগ্রাফার। এক রকম বলতে গেলে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে এসেছেন এমন সমস্ত ব্রিটিশদের ছবি এখানে সংরক্ষিত ছিল। তখন অবশ্য প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'হাওয়ার্ড এন্ড বোর্ণ স্টুডিও'।

পরবর্তীকালে উইলিয়াম হাওয়ার্ড পার্টনারশিপ থেকে বেরিয়ে গেলে স্টুডিওর নতুন নাম হয় বোর্ণ অ্যান্ড শেফার্ড।

বোর্ণ অ্যান্ড শেফার্ড এর ছবিগুলো কারিগরিক এবং শিল্পমানের দিক দিয়ে খুব নিখুঁত হত। কারণ এনারা ব্যবহার করতেন Wet plate collodion নামক পদ্ধতি। এটা এমন একটি ফটোগ্রাফি পদ্ধতি যাতে ছবি তোলার সাথে সাথেই প্রসেসিং করে ফেলতে হয়। এই কাজের জন্য কয়েকজন কর্মী এবং ক্যারাভ্যানের মত ভ্রাম্যমান ডার্করুম নিয়ে ঘুরতে হতো। ব্যাপারটা ছিল খুবই ঝামেলার কিন্তু এই পদ্ধতিতে ছবিগুলো হতো খুবই উচ্চমানের। চার্লস শেফার্ড এই ছবি তোলার কাজ নিয়ে ভারতের বহু অঞ্চলে ঘুরেছিলেন। তিনি এই ছবির সাথে সাথেই তুলেছিলেন ভারতীয় স্থাপত্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ছবি। এর ফলে ছবির মাধ্যমে বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের অন্যতম সংরক্ষক হয়ে ওঠে বোর্ণ অ্যান্ড শেফার্ড। এই ছবিগুলোই বহু দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় সাহায্য করে। এক সময় এই সাদা কালোর জমানারই সব পেয়েছির আসর হয়ে উঠেছিল ১৪১,এস এন ব্যানার্জি রোডের এই বাড়িটি।

প্রকৃতপক্ষে বাড়িটি ছিল ভারতের সাদা-কালো ছবির ভাণ্ডার। নিজে তো ইতিহাসের অঙ্গ; ভেতরেও যত্নে সাজিয়ে রাখা এক একটি ইতিহাস। প্রথমে ভারতে আগমনরত ব্রিটিশদেরই ছবি তোলা হত এখানে। সঙ্গে থাকত দেশীয় রাজাদের ছবি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পুরনো কলকাতার শতাধিক ছবির মধ্যে যার সিংহভাগই তোলা বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ডের। ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার ছবি থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তোলা পোট্রেট, পঞ্চম জর্জের ভারত আগমন, 'জাঙ্গল বুক' স্রষ্টা রুডইয়ার্ড কিপলিং - ভারতের ছবির আর্কাইভে পরিণত হয় এই প্রতিষ্ঠানটি। সাধারণ থেকে অসাধারণ, সবাই জায়গা পেয়েছে এখানে। হাজার হাজার নেগেটিভের এক উজ্জ্বল কালেকশন।

১৮৬০ থেকে শুরু করে ২০১৬ সাল - ১৭৬ বছরের দীর্ঘযাত্রা। সেই সময়কাল ধরে স্টুডিও ছিল শুধু ব্যবসা নয়, ইতিহাস শিল্প এবং স্মৃতি। কিন্তু আজ সেদিনের আলো ছায়া, সেই ঝকঝকে পোট্রেট, ঐতিহাসিক রূপ - সবই

এরপর ৬ পাতায়

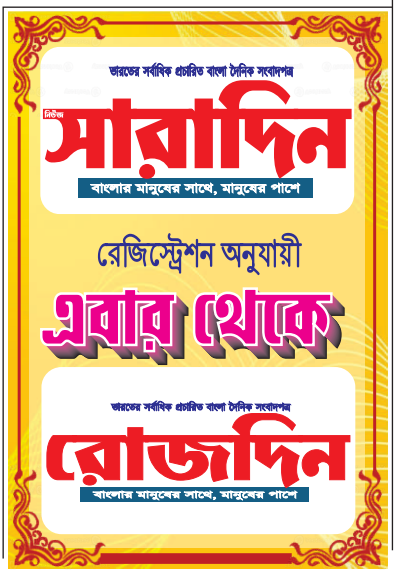

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

আবার 'উজ্জ্বলা' গ্যাসকে তুরুপের তাস করছে কেন্দ্র, বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ছক বাংলায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নতুন বছর পড়লেই বিধানসভা নির্বাচন হবে বাংলায়। ইতিমধ্যেই প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। তার মধ্যে এসআইআর ইস্যু রাজ্য-রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলায় জেলায় সফর করতে শুরু করেছেন। তখন চার বছর পর আবার বাংলায় 'প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা'র গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়া শুরু করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার বলে সূত্রের খবর।এছাড়া এই পদক্ষেপ যে মহিলা ভোটব্যাঙ্কে ভাগ বসানোর কৌশল তা টের পাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও বাংলার শাসকদল মনে করছে, কেন্দ্র এসব করেও বিশেষ লাভ করতে পারবে না। কারণ বাংলার মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে উজ্জ্বলা গ্যাস নিয়ে। তাছাড়া বাংলার মানুষের বকেয়া টাকা কেন্দ্র দেয়নি। সেটি দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এখনও বহু প্রকল্পের টাকা ছাড়েনি কেন্দ্র। যদি কেন্দ্রের সদিচ্ছা থাকত তাহলে গতবারই রাজ্যকে বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ দিত। আবার বাংলাকে বঞ্চনা করে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তেমন ফল করতে পারেনি বিজেপি। এখন দেখার এই পদক্ষেপ করেও বিজেপি কিছু করতে পারে কিনা।কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবার বাংলায় আট লক্ষ গ্যাস সংযোগ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। একইসঙ্গে দেশের ২৫ লক্ষ গ্যাস সংযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পেট্রলিয়াম মন্ত্রক। তবে বাংলাকেই সব থেকে বেশি গ্যাস সংযোগ দেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর।

এদিকে গরিব মানুষকে বিনামূল্যে 'উজ্জ্বলা' গ্যাসের সংযোগ দিতে ২০১৬ সালে 'প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা' শুরু হয়। তবে তা মুখ থুবড়ে পড়ে বাংলায়। কারণ গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়ায় কেন্দ্রের পক্ষ থেকে তেমন সাড়া মেলেনি বলে অভিযোগ। শেষবার ২০২১ সালে এই প্রকল্পে নতুন করে ১ কোটি গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়। তারপর ২০২৩ সালে গোটা দেশে আরও ৭৫ লক্ষ 'উজ্জ্বলা' গ্যাস সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেয় কেন্দ্র। তখন বাংলাকে বঞ্চিত করা হয়। কারণ নবান্নের সঙ্গে সংঘাতে যায় কেন্দ্র। তখন রাজ্যে থমকে যায় উজ্জ্বলা গ্যাস যোজনা। এতে বাংলার মহিলারা ক্ষুব্ধ হয়ে বিজেপিকে ভোটে জোর ধাক্কা দেয়। এমনকী বহু পরিবার এই উজ্জ্বলা গ্যাস সংযোগ ছেড়ে দেন। এবার আবার সেই 'উজ্জ্বলা' গ্যাস সংযোগকেই ভোটের বাজারে তুরুপের তাস করতে চাইছে কেন্দ্র। তাতে পদ্ম ফুটবে কিনা বাংলার বাগানে এখন সেটাই দেখার।

অন্যদিকে এসআইআর আবহে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বেজায় ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছেন বাংলার মানুষ। কারণ তাঁদের মধ্যে নাম বাদ যাওয়ার আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ৪১ জন বিএলও মারা গিয়েছেন। এখন এই পরিস্থিতি থেকে দৃষ্টি ঘোরাতেই 'উজ্জ্বলা' গ্যাস সংযোগকে কাজে লাগাতে চাইছে কেন্দ্র বলে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি। যদিও তাতে দমে যেতে রাজি নয় কেন্দ্র। তাই ইতিমধ্যেই উজ্জ্বলায় আরও ২৫ লক্ষ সংযোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করে দিয়েছে কেন্দ্র। সম্প্রতি তেল সংস্থাগুলিকে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে উজ্জ্বলা গ্যাস সংযোগ দিতে হবে। আর এই গ্যাস সংযোগ দেওয়া হবে পরিবারের মহিলা সদস্যের নামে। তাই মহিলাদের নামে থাকা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড এবার এই প্রকল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি হিসেবে ধরা হবে বলে সূত্রের খবর।

(৫ পাতার পর)

কলকাতার বিস্মৃত আলোকদূত: ১৭৬ বছরের 'বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড'

যেন বয়ে গেছে সময়ের সাথে। বোর্ণ এ্যান্ড শেফার্ড শুধু ক্যামেরা ও ফিল্ম নয়- ছিল সময়কে থামিয়ে রাখার একা জাদুঘর। কিন্তু হায়!! সকল গৌরভের মাঝে এল এক দুর্ভাগ্য। ১৯৯১ সালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় গোটা স্থাপনা ও অ্যালবাম- স্টুডিওর বহু ছবি, মূল্যবান নথি, নেগেটিভ সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ৯০% আর্কাইভ ধ্বংস হয়ে গেছিল। এরপর came the digital revolutin - ক্যামেরা আর ছবির বাজার বদলে যায়। মোবাইল ক্যামেরা, ডিজিটাল ফটোগ্রাফি অনলাইন স্বল্প খরচে ছবি তৈরি সব স্টুডিওর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই ঐতিহ্যবাহী এই স্টুডিওর জন্য আর ব্যবসা চালানো সম্ভব ছিল না। এইসব মিলিয়ে অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, আইনগত সংকটে পড়ে স্টুডিও ধাপে ধাপে হারিয়ে ফেলে তার গৌরব।

২০১৬ সালের জুন মাস - ১৭৬ বছরের অবিচ্ছিন্ন যাত্রার পর বোর্ণ অ্যান্ড শেফার্ড আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আজ বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড নামে রয়েছে শুধু একটি পুরনো ভবন। গোলাপী বা সেফিয়া রঙের স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে।

বোর্ণ অ্যান্ড শেফার্ডের নামের সঙ্গে যুক্ত শুধু ছবি নয় - ছিল ইতিহাস, সময়, মানুষ। আজ তার ভবন দাঁড়িয়ে আছে নিরব নিঃশব্দ প্রায় ভুলে যাওয়ার অপেক্ষায়। বিশ্বের বিখ্যাত আর্কাইভ গুলোতে গ্লাস নেগেটিভ অ্যালবামিন প্রিন্ট এবং কয়েকটি বেঁচে থাকা ছবির স্মৃতি সাক্ষ্য বহন করে।

যদি কখনো ভবনের ভিতরে হেঁটে দেখা যেত -

পাহাড়ি ভিম ভ্রমণ থেকে ঝরনাদার জলের প্রতিচ্ছবি, রাজকীয় পোট্রেট থেকে গ্রামের মানুষদের দৃশ্য - সব ছবি, সব স্মৃতি জমে থাকত এক কোণে।

কিন্তু এখন? কিছুই নেই। শুধু ইট, পাথর, ধুলো আর স্মৃতিচিহ্ন। তাই হয়তো এখন সময় এসেছে -

এই স্মৃতিকে শুধু স্মৃতিতে রাখার পরিবর্তে - একটি মিউজিয়ামে বদলে নেওয়ার, যাতে আগামী প্রজন্ম জানতে পারে কী ছিল ভারতীয় আলোকচিত্রের শুরু, কী ছিল সেই যাদুঘরে...

সময় অনেক স্মৃতিকে গ্রাস করে, তবু কিছু স্মৃতি নিভে যায় না - কারণ তারা শুধু ইতিহাস নয়, তারা এক জাতির আত্মপরিচয়। বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড ছিল সেই আত্মপরিচয়ের প্রথম আয়না - যেখানে ভারত প্রথম দেখেছিল নিজের মুখ, প্রথম ছুঁয়েছিল নিজের রূপ, ছায়া, ভূগোল, মানুষ। আজ স্টুডিওর ভাঙা দেয়াল নীরব, কিন্তু সেই নীরবতার মাঝে এখনো শোনা যায় শাটারের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, শোনা যায় সিলভার নাইট্রেটের শুকিয়ে ওঠা গন্ধ, মনে পড়ে সেই শিল্পীদের ধৈর্য, যারা আলোকে বানিয়েছিলেন ভাষা।

ইট -পাথরের কাঠামো হয়তো আজ জীর্ণ,

কিন্তু বোর্ণ অ্যান্ড শেফার্ডের প্রতিটি ছবি—

রাজা-মহারাজার প্রতিকৃতি, পাহাড়ের আকাশছোঁয়া রেখা, কলকাতার অচেনা প্রাচীন রাস্তা, কিংবা বিবেকানন্দের শান্ত মুখচ্ছবি - সবই আজও বাতাসে মিশে থাকা এক অমর সময়-রেখা।

যাঁরা আজ এই ভবনের পাশ দিয়ে হেঁটে যান,

তাঁরা হয়তো দেখতে পান না আলো-ছায়ার সেই মন্দির, কিন্তু অনুভব করেন এক অদৃশ্য স্পন্দন যেন ইতিহাস ফিসফিস করে বলে,

"আমি এখানে, কাঁচের নেগেটিভে, ধুলো জমা ট্রের গন্ধে, এ ছবির নিস্তব্ধতায়—সময় এখানেই থেমে আছে।" তাই সত্যিই - বোর্ণ অ্যান্ড শেফার্ড হয়তো হারিয়েছে তার দাঁড়ানো শরীর, কিন্তু হারায়নি তার আত্মা।

যতদিন ভারতীয় আলোকচিত্র থাকবে, যতদিন আলো-ছায়া দিয়ে গল্প লেখা হবে— ততদিন এই স্টুডিও থাকবে জীবন্ত, অন্ধকার থেকে উঠে আসা সেই প্রথম আলোর মতো।

সিনেমার খবর

জন্মদিনে নতুন লুকে চমক জিতের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় বাংলা সিনেমার অন্যতম তারকা জিৎ। সাথী' হয়ে পথ চলতে চলতে এখন টলিউড 'বস' নামে পরিচিত তিনি। ৩০ নভেম্বর সাতচল্লিশে পা রাখলেন এই অভিনেতা।

নামের নামে মিল রেখে জন্মদিনে নতুন লুকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হাজির হলেন এই অভিনেতা ও নির্মাতা। মুক্তি পেল তার নতুন ছবি 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত'র ফার্স্ট লুক টিজার। ধুতি-কুর্তা, গায়ে আলোয়ান। কিন্তু এই সাজে কোথাও নরম ভাব নেই। নিজস্ব 'রাফ অ্যান্ড টাফ' ছন্দে, চোখে আগুন, শরীরে বিপ্লব- একেবারে অন্য জিৎ।

ফার্স্ট লুক টিজারে জিতের নজরকাড়া অ্যাকশন ছাড়াও গমগম করছে ছবির আবহসংগীত। শোনা গেছে টোটা রায়চৌধুরীর কণ্ঠও। দুরন্ত অ্যাকশনের পাশাপাশি ছবিতে যে ভিএফএক্স-এর সুব্যবহার করা হবে, তা টিজার থেকেই স্পষ্ট।

এককথায় এই টিজারে রয়েছে নজরকাড়া অ্যাকশন, ভারী আবহসঙ্গীত আর চোখে পড়ার মতো ভিএফএক্স। প্রথম ঝলকেই স্পষ্ট, বড় স্কেলে বানানো হচ্ছে এই ছবি। এবং ছবি যে মুক্তি পাচ্ছে আগামী বছর, তাও দৃপ্ত ভঙ্গিমায় ঘোষণা করা হল টিজার ভিডিওর একেবারে শেষে।

১ মিনিট ১৪ সেকেন্ডের এই ভিডিওতে অনন্তকে যে ঠিক কোন খাপে ফেলা যায়—বিপ্লবী, না কি দস্যু—সেটা বোঝাই কঠিন। ফেসবুকে ছবিটির টিজার পোস্ট করে জিৎ লিখলেন, ক্ষমতা যখন পিষে দেয় দুর্বলকে, তখন জন্ম নেয় অনন্ত- যাকে কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত'।

জানা যায়, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক বিপ্লবী অনন্ত সিংহ, তার জীবনী অবলম্বন করেই নতুন ছবি তৈরি করছেন পরিচালক পথিকৃৎ বসু। এই ছবিরই মুখ্যভূমিকায় রয়েছেন জিৎ। স্বাধীনতা সংগ্রামী থেকে ব্যাংক ডাকাতি, সেখান থেকে চলচ্চিত্র প্রযোজক হয়ে ওঠা- অনন্ত সিংহের যাত্রা কোনো রূপকথার থেকে কম বিস্ময়কর নয়। ছবির সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে শান্তনু মৈত্র।

মাস্টারদা সূর্য সেনের ছত্রছায়ায়, তার নির্দেশে ধীরে ধীরে স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়েছিলেন অনন্ত সিংহ, সেকথাও তুলে ধরা হবে এই ছবিতে। 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' ছবিতে দু'টি সময়কাল ধরা রয়েছে। একটিতে দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হাতে বন্দুক তুলে নেওয়া, অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম কারিগর চট্টগ্রাম জেলের মধ্যে নির্মম অত্যাচার সহ্য করেও হার না মানা যুবক অনন্তকে আবার আরেক সময়কালে দেখা যাচ্ছে কাঁচাপাকা চুলদাড়ির প্রৌঢ় অনন্তকে। স্বাধীনোত্তর ভারতে তাকে ডাকাত বলেও কটাক্ষ করে কেউ, কেউ।

ইতিহাসের পাতায় উপেক্ষিত এই মানুষটিকে কি আমরা সত্যিই চিনি? নাকি আমাদের অজান্তেই এক 'বিপ্লবী'কে যুগ যুগ ধরে 'ডাকাত' বলেই ডেকে যাচ্ছি? আপাতত ছবিটি দর্শকদের সেই চিন্তায় ডুবে রাখছে।

জেলার ২: কিং খান-রজনীকান্ত একসাথে!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সাউথ-বলিউড মিলিয়ে আবারও নতুন উত্তেজনা—রজনীকান্ত এর 'জেলার ২'-এ শাহরুখ খান ক্যামিও করতে পারেন এমন জোড়ালো জল্পনায় সরগরম পুরো ইন্ডাস্ট্রি। তবে এখন পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে নির্মাতা কিংবা অভিনেতা-দু'পক্ষের কেউই আনুষ্ঠানিক কিছু জানায়নি।

ইতোমধ্যেই মহাতারকাদের ভিড়ে সাজানো হচ্ছে নেলসন পরিচালিত জেলার ২'। ছবিটির সম্ভাব্য কাস্টে রয়েছেন মোহনলাল, শিবরাজকুমার, এসজে সুরিয়া, বিজয় সেতুপতি, জ্যাকি শ্রফ। যাদের প্রত্যেকেই প্রথম কিস্তির উত্তাপ আরও বাড়ানোর ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

এর মধ্যেই শোনা যাচ্ছে, ২০২৬ সালের মার্চে শাহরুখের অংশ বিশেষভাবে শুট হবে। যদি সত্যি হয়, তবে 'রা.ওয়ান'-এর পর আবারও কিং খান-রজনীকান্তকে একসঙ্গে দেখার সুযোগ মিলবে ভক্তদের। আর সেই সম্ভাবনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতোমধ্যেই তৈরি হয়েছে তুমুল উত্তেজনা।

এদিকে ছবির গুরুত্বপূর্ণ শুটিং চলছে গোয়ায়, যেখানে একাধিক তারকা অংশ নিচ্ছেন। সংগীত করছেন আনিরুধ। আর প্রযোজনায় রয়েছে সান পিকচার্স। সব ঠিক থাকলে 'জেলর ২' ১২ জুন ২০২৬-এ বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাবে।

ভক্তরা আশা করছেন—ডিসেম্বর ১২, সুপারস্টারের জন্মদিনে হয়তো মিলবে প্রথম ঝলক বা টিজার।

সত্যি হলো গুঞ্জন, ফের বিয়ে করলেন সামান্থা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাতাসে ভাসছিল, চুপিসারে বিয়ে সেরেছেন দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু। বর 'ফ্যামিলি ম্যান' খ্যাত পরিচালক রাজ নিদিমরু। এবার গুঞ্জনকে সত্যি করে বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আনলেন অভিনেত্রী।

বলিউড মাধ্যম সূত্রে খবর, রোববার রাতে ব্যক্তিগত বিমানে ঘনিষ্ঠ ৩০ জনকে নিয়ে মুম্বাই থেকে কোয়েম্বাটুরের উদ্দেশে রওনা হন রাজ এবং সামান্থা। তারপর সোমবার সকালে দুই পরিবারের কতিপয় আত্মীয়স্বজন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের সাক্ষী রেখে ভৈরবী মন্দিরে নিয়মমাফিক সিঁদুরদান, মালাবদল হলো।

এর আগে, দক্ষিণী অভিনেতা নাগা চৈতন্যর সঙ্গে এক যুগের প্রেমের বিয়ে ভেঙেছিল মাত্র এক বছরে। ঘনিষ্ঠ সূত্র বলছে, এ কারণেই দ্বিতীয়বার বিয়েতে গোপনীয়তা বজায় রেখেছিলেন অভিনেত্রী।

অবশ্য রাজেরও এটা দ্বিতীয় বিয়ে। ২০১৫ সালে প্রথম স্ত্রী শ্যামলী দের সঙ্গে মালাবদল করেন। ২০২২ সালে তাদের দাম্পত্যে চিড় ধরে। পরবর্তীতে আইনি বিচ্ছেদের পথে হাঁটেন তারা।

বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য সামান্থা বেছে নিয়েছিলেন লাল টুকটুকে বেনারসি। সঙ্গে মানানসই দক্ষিণী ডিজাইনের সোনার গয়না। হাত রাঙানো মেহেদিতে আর সিঁথিতে সিঁদুর। অন্যদিকে, রাজকে দেখা গেল শ্বেতশুভ্র পাঞ্জাবি-পাজামা আর আইভরি রঙের নেহরু কোটে।

বিয়ের অনুষ্ঠানের একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে শুধু ১ ডিসেম্বরের তারিখ উল্লেখ করেছেন সামান্থা। আর সেই পোস্টের কমেন্ট বক্সেই শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন অনুরাগীরা।

রাসেলের অবসরে আবেগপ্রবণ কিং খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ আইপিএল ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যাওয়া আন্দ্রে রাসেল। ২০২৬ আসর সামনে রেখে তাকে ছেড়ে দেয় দুইবারের সাবেক চ্যাম্পিয়নরা। এরপর নিজেই খেলা ছাড়ার ঘোষণা দেন। তবে ব্যাট বল ছাড়লেও কলকাতাতেই থাকছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা অলরাউন্ডার। 'পাওয়ার কোচ' হিসেবে সাপোর্ট স্টাফ দলে যোগ দিচ্ছেন তিনি।

এদিকে, আইপিএল থেকে আন্দ্রে রাসেলের অবসরে আবেগপ্রবণ শাহরুখ খান। কলকাতা নাইট রাইডার্সের কর্ণধার সোশ্যাল মিডিয়ায় ধন্যবাদ জানিয়েছেন ক্যারিবীয় তারকাকে। নতুন ভূমিকার জন্য রাসেলকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন বলিউড বাদশা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় রাসেলের অবসরের পোস্টেই নিজের আবেগ প্রকাশ করেছেন শাহরুখ। কেকেআর কর্ণধার লিখেছেন, 'দুর্দান্ত স্মৃতির জন্য ধন্যবাদ, আন্দ্রে। আমাদের উজ্জ্বল বর্ম পরা নাইট। কেকেআরে তোমার অবদান বইয়ে লেখা থাকবে। এখান থেকেই তোমার ক্রীড়া জীবনের আর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। তুমি এবার আমাদের পাওয়ার কোচ। বেগুনি এবং সোনালি জার্সি পরা আমাদের ছেলেদের জ্ঞান এবং শক্তিতে সমৃদ্ধ করবে তুমি। ওদের আরও শক্তিশালী করে তুলবে।'

শাহরুখ আরও লিখেছেন, 'অন্য কোনও জার্সি পরলে তোমাকে অদ্ভুত দেখতে লাগত। মাসল রাসেল তোমাকে ভালোবাসি। দলের এবং সব ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের পক্ষ থেকে তোমাকে ভালবাসা জানাচ্ছি।'

২০১৪ সালে রাসেলকে কেনে কেকেআর। তখন থেকেই কেকেআরের অবিচ্ছেদ্য অংশ ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার। কেকেআর কর্তৃপক্ষ তাকে বাদ দিয়ে দল গঠনের কথা ভাবেননি কখনও। রাসেলও কলকাতা ছাড়ার কথা ভাবেননি। তবে গত দুই মৌসুম ধরে আইপিএলে রাসেলের ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। শেষ পর্যন্ত এবার নিলামের আগে তাকে ছেড়ে দিয়েছে কেকেআর কর্তৃপক্ষ। প্রিয় কেকেআরের বিরুদ্ধে খেলতে চান না। তাই আইপিএল থেকেই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাসেল।

ভারতকে নিজেদের সুবিধামতো উইকেট তৈরির অভ্যাস ছাড়ার পরামর্শ হরভজনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের সাবেক স্পিনার হরভজন সিং মনে করেন, ঘরের মাঠে টেস্ট ম্যাচে নিজেদের সুবিধামতো র‍্যাঙ্ক টার্নার বানানোর অভ্যাস থেকে এখনই বেরিয়ে আসা উচিত ভারতের। তার মতে, একজন বোলার তখনই সত্যিকারের উন্নতি করে, যখন তাকে ভালো এবং ব্যালান্সড উইকেটে বল করার সুযোগ দেওয়া হয়।

ভারত–দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজজুড়ে উইকেট নিয়েই ছিল সবচেয়ে বেশি আলোচনা। বিশেষ করে কলকাতার প্রথম টেস্ট—ইডেন গার্ডেন্সের আচরণ–বদলে খেলোয়াড়দের বেশ নাজেহাল হতে হয়।

হরভজন বলেন, "আমরা যেসব উইকেটে খেলছি, সেখানে কাউকে বোলার বানানোর প্রয়োজন পড়ে না। কারণ প্রায় প্রতিটি বলই হয় বেশি টার্ন করে, নয়তো সোজা চলে যায়। একজন বোলারকে ভালো বলা যাবে তখনই, যখন সে ভালো উইকেটে গিয়ে উইকেট নিতে পারে।"

তার মতে, এখনই সময় ভারতের এই অভ্যাস বদলের। তিনি বলেন, "আমাদের ভালো ক্রিকেট উইকেটে খেলা উচিত, আর সেটার সময় এখনই। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আমরা এমন উইকেটে খেলছি যেখানে ভারতীয় ক্রিকেটের সামগ্রিক উন্নতি হয়নি। খেয়াল করলে দেখবেন—আমরা একই জায়গায় পড়ে আছি। আর যখন ভালো উইকেটে খেলতে যাই, তখন নিজেদেরই আয়নায় তাকাতে হয়।"

উদাহরণ হিসেবে তিনি স্মরণ করেন ইংল্যান্ড সিরিজের কথা, যেখানে ব্যাট–বল লড়াই ছিল আরও ভারসাম্যপূর্ণ।

হরভজন বলেন, "আমরা ইংল্যান্ডে ভালো খেলেছি। বাইরে গেলে আমাদের ব্যাটাররা রান করার সুযোগ পায়। কিন্তু ঘরের মাঠে যদি সেই সুযোগই না থাকে, তাহলে তারা ম্যাচ জিতবে কীভাবে? এখনই সময় ভারতকে ভালো উইকেটে খেলা শুরু করার।"

কলকাতার মতো উইকেটে, যেখানে তিন দিনেরও কম সময়ে টেস্ট শেষ হয়ে যায়, সেখানে টেস্ট ক্রিকেটের উন্নয়ন সম্ভব নয় বলেও মনে করেন তিনি। তার ভাষায়, "আমরা সব সময় টেস্ট ক্রিকেট বাঁচানোর কথা বলি, কিন্তু এভাবে তা সম্ভব নয়। যদি সত্যিই টেস্ট ক্রিকেট বাঁচাতে চান, তাহলে এমন উইকেটে খেলতে হবে যেখানে বোলার–ব্যাটার—সবারই কিছু করার সুযোগ থাকবে।"

আমি কোথাও পৌঁছালে ১২০% দিয়ে পৌঁছাই : কোহলি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

১৭ বছরের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে ৩০০-এর বেশি ওয়ানডে খেলার পরও প্রস্তুতিতে এক চুলও ছাড় দেন না বিরাট কোহলি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ১২০ বলে ১৩৫ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছেন তিনি। তার ব্যাট থেকে এসেছে ১১টি চার ও ৭টি ছক্কা। এটি ছিল ওয়ানডেতে তার ৫২তম শতক এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৮৩তম শতক। ১৭ রানের জয় নিয়ে সিরিজে এগিয়ে গেছে ভারত।

নিজের ৪৪তম ম্যাচসেরা পুরস্কার নিতে এসে কোহলি বলেন, আমি আগেও বলেছি, আমি যদি কোথাও পৌঁছাই তবে আমি ১২০% দিয়ে পৌঁছাবো।

টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে নিয়েছেন অবসর। মাত্র একটি ফরম্যাটে খেললেও তিনি তার প্রস্তুতির দিকে বিশেষ নজর দেন। রাঁচিতে সিরিজের আগে দ্রুত এসে পৌঁছানোর কারণ ব্যাখ্যা করে কোহলি বলেন, আমি এখানকার পরিস্থিতি কিছুটা বুঝতে চেয়েছিলাম, দিনে কয়েকটি এবং সন্ধ্যায় একটি ব্যাটিং সেশন করে নিজের প্রস্তুতি নিশ্চিত করি। ৩৭ বছর বয়স হওয়ায় খেলার আগের দিন ছুটি নিয়ে রিকভারির দিকেও নজর দিতে হয়েছে।

কোহলির কাছে সফলতার মূল চাবিকাঠি শারীরিক পরিশ্রমের চেয়েও বেশি মানসিক তীক্ষ্ণতা। তিনি জানান, খেলার মাঠে নামার আগেই তিনি মনে মনে পুরো ম্যাচটি ভিজ্যুয়ালাইজ করেন।

তিনি বলেন, আমি খেলাটিকে মনে মনে অনেক বেশি ভিজ্যুয়ালাইজ করি। যতক্ষণ আমি নিজেকে ততটা তীব্র, ততটা তীক্ষ্ণ, ফিল্ডার এবং বোলারদের মোকাবিলা করতে দেখি, তখন আমি জানি যে আমি একটি ভালো অবস্থানে আছি এবং আমি এক প্রকার শান্ত হয়ে খেলতে পারি।

দীর্ঘদিন ধরে ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা এবং বর্তমানে ফর্মে থাকার কারণ ব্যাখ্যা করে কোহলি বলেন, আমি প্রতিদিন শারীরিকভাবে কঠোর পরিশ্রম করি, এটি এখন কেবল ক্রিকেটের সাথে সম্পর্কিত নয়, এটি আমার জীবন যাপনের পদ্ধতি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR